দুরূদ ও সালামের শ্রেষ্ঠ উপহার

মিসকুল খিতাম

আল্লামা মুফতি সালমান মনসুরপুরী দা. বা.
মুফতি ও মুহাদ্দিস
জামিয়া কাসিমিয়া মাদরাসায়ে শাহী মুরাদাবাদ, ভারত

অনুবাদ
মুহাম্মদ নাজমুল ইসলাম
ফাযিল, দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত

সম্পাদনা
হাফিয মাওলানা আহমদ সগীর
উস্তাদ, জামেয়া মাহমুদিয়া ইসলামিয়া, সোবহানীঘাট, সিলেট

পুনর্সম্পাদনা
মাওলানা আতাউল হক জালালাবাদী
জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম দরগাহ হযরত শাহজালাল রাহ., সিলেট

কালান্তর প্রকাশনী

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالىٰ: قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفىٰ.

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন, বলো, সকল প্রশংসা আল্লাহর এবং তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম।[১]

কুরআনে কারিমে দুরুদ ও সালামের নির্দেশ

কুরআনে পাকে আল্লাহপাক রাব্বুল আলামিন তাঁর প্রিয় হাবিব সা.'র উঁচু মর্যাদা ও মহত্ত্ব বর্ণনা করে বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

অর্থ: আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্যে রহমতের দুআ কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর।[২]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহর পক্ষ হতে নবীর প্রতি সালাত'র মানে হল, নবীর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় এবং আল্লাহ ফেরেশতাগণের সামনে তাঁর প্রশংসা করেন। আর ফেরেশতাগণের পক্ষ হতে সালাতের মানে হল, তাঁরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র জন্য রহমতের দুআ করেন। আর মুমিনের পক্ষ হতে সালাত ও সালাম নবীজির জন্য রহমত ও শান্তির দুআ করার অর্থে এসেছে। উর্ধ্বলোক ও মর্ত্যলোক অর্থাৎ আসমান ও জমিনে সব জায়গায় পয়গম্বর সা.'র অবস্থান ও মর্যাদা এতো উঁচু যে, অন্য কোনো মাখলুক এর চাইতে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছতে সক্ষম নয়। এটা বয়ান করা এই আয়াত নাযিল করার উদ্দেশ্য। (তাফসিরে ইবনে কাসির-১০৬৭)

উলামায়ে কেরামের অভিমত হল যে, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জীবনে কমপক্ষে একবার দুরুদ শরিফ পড়া ফরজ। এবং যে বৈঠকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র নাম শুনবে সেখানে দুরুদ শরিফ একবার পাঠ করা ওয়াজিব। আর যদি ওই বৈঠকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র নাম বারবার উচ্চারিত হয় তাহলে প্রতিবার দুরুদ পড়া মুস্তাহাব।

মানুষ যতো বেশি দুরুদ শরিফ পাঠ করবে সে ততো বেশি উপরোক্ত আয়াতের বিধান পালনকারী গণ্য হবে।

---

১. সুরা নামল-৫৯

২. সুরা আহযাব-৫৬

ইমাম শামি রাহ. বলেন,

قال الشاميّ : ومقتضى الدليل افتراضها في العمر مرة، وايجابها كلما ذكر إلا أن يتحد المجلس فيستحب التكرار بالتكرار.[3]

নবী কারিম সা.'র নাম উচ্চারিত হলে দুরুদ পাঠ না করা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার

যে ব্যক্তির সামনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নাম উল্লেখ করা হয়; কিন্তু দুরুদ পাঠ করে না সে চরম বঞ্চনার শিকার। কেননা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

অর্থ: সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হয় আর সে দুরুদ পাঠ করে না।[৪]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র কলিজার টুকরা (দৌহিত্র) হযরত হুসাইন বিন আলি রা. হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার নাম উল্লেখ হওয়ার পর দুরুদ পাঠ করা ভুলে যায় সে জান্নাতের রাস্তাও ভুলে যাবে।[৫]

হযরত আলি রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ব্যক্তিকে বড় কৃপণ আখ্যা দিয়েছেন

যে তাঁর নাম মোবারক শোনার পর দুরুদ শরিফ পাঠ করে না। ইরশাদে নবী সা.-

اَلْبَخِيْلُ الَّذِيْ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

অর্থ: ওই ব্যক্তি বড়ই কৃপণ! যার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হয় আর সে দুরুদ শরিফ পাঠ করে না।[৬]

এভাবে হযরত আবু যর রা. হতে বর্ণিত যে, একদা আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র খেদমতে উপস্থিত হই। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে সবচে' বড় কৃপণ কে

---

৩. شاميّ زكريا : ٢٢٨/٢

৪. তিরমিযি; মিশকাত-খ..১.পৃ:৮৬

৫. তারগিব ও তারহিব-পৃ. ৩৮৪

৬. মিশকাত, খণ্ড-১, পৃ.৮৭

আমি কি তা বলে দেবো না? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! কেন নয়? (অবশ্যই বলুন) তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হয় আর সে আমার উপর দুরুদ পাঠ করে না সেই হলো সবচেয়ে বড় কৃপণ।[৭]

এ ধরণের বর্ণনাসমূহের উপর ভিত্তি করে হযরত মুহাদ্দিসিন ও ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, কোনো মজলিস বা অনুষ্ঠানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নাম উল্লেখের পর কমপক্ষে একবার দুরুদ পড়া ওয়াজিব।[৮]

দুরুদ পাঠে নেকি বৃদ্ধি পায়

জগতের প্রধান, মানবতার কল্যাণকামী সায়্যিদিনা হুজুরেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র জন্য দুরুদ পাঠ উম্মতের প্রতি তাঁর অসীম অনুগ্রহের যৎসামান্য কৃতজ্ঞতামাত্র।

তাই দুরুদ পাঠের যদি কোনো বিনিময় প্রদান না করা হতো তাও যথোচিত হতো। কিন্তু আল্লাহর দয়া দেখুন, যে ব্যক্তি একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র উপর দুরুদ পাঠ করে আল্লাহপাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।

অতএব হযরত আবু তালহা রা. বলেন, একদিন সকালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত বদনে আগমন করলেন। তাঁর চেহারায় খুশির আমেজ স্পষ্ট ছিল। উপস্থিত লোকজন আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসুল! আজ আপনার নুরানি চেহারায় আনন্দের ঝিলিক দেখা যাচ্ছে, বিষয় কী? তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন,

اَجَلْ! اَتَانِيْ اٰتٍ مِنْ رَّبِّيْ عَزَّوَجَلَّ وَقَالَ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ مِنْ اُمَّتِكَ صَلَاةً كَتَبَ اللّٰهُ بِهَا
عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحٰى عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ لَهٗ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَرَدَّ لَهٗ مِثْلَهَا.

প্রভুর পক্ষ থেকে এক বার্তাবাহক আমার নিকট এসে এ সুসংবাদ দিলেন যে, আপনার উম্মতের যে ব্যক্তি আপনার উপর দুরুদ প্রেরণ করবে এর বিনিময়ে আল্লাহ তাকে দশটি নেকি দান করবেন এবং তাকে দশ ধাপ উন্নতি দান করবেন। এবং সে যেমন রহমতের দুআ করেছে আল্লাহর পক্ষ হতে তেমন রহমতপ্রাপ্ত হবে।[৯]

---

৭. তারগিব ও তারহিব-পৃ. ৩৮৫

৮. শামি-যাকারিয়া-খণ্ড-২, পৃ.-২২৭

৯. মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল-খণ্ড-৪, পৃ.-২৯, তারগিব ও তারহিব-৩৮০

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দুরুদ পাঠ করে, আল্লাহপাক তার উপর ৭০ বার রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশতা তার জন্য কল্যাণের দুআ করেন।[১০]

পয়গম্বর সা.'র খেদমতে দুরুদ পৌঁছে দেওয়া হয়

পৃথিবীর যেখানেই দুরুদ শরিফ পাঠ করা হয় আর যে ব্যক্তিই দুরুদ পাঠের সৌভাগ্য লাভ করে তা সবই আল্লাহর মনোনীত ফেরেশতাগণ রাসুলে কারিম সা.'র দরবারে পৌঁছে দেন। সুতরাং এ মর্মে হুজুর সা. ইরশাদ করেন,

اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰئِكَةً سَيَّاحِيْنَ يُبَلِّغُوْنِيْ عَنْ اُمَّتِيْ السَّلَامَ

অর্থ: আল্লাহর ভ্রাম্যমাণ ফেরেশতাদল রয়েছেন, যারা উম্মতের পক্ষ হতে আমার কাছে সালাম পৌঁছে দেন।[১১]

কোনো বর্ণনায় রয়েছে 'রওজায়ে পাকে' এক ফেরেশতা নির্ধারিত রয়েছেন। যাকে আল্লাহপাক সমস্ত মাখলুকাতের নামধাম ও বংশপরিচয় জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি সেখানে অবস্থান করেই দুনিয়ার যেখানে যেখানে দুরুদ পাঠ হচ্ছে তা জেনে নেন। অতঃপর দুরুদ পাঠকারীর নাম, পিতার নামসহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে পেশ করেন। যেমন, এক বর্ণনায় হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِيْ مَلَكًا اَعْطَاهُ اللّٰهُ اَسْمَاءَ الْخَلَائِقِ فَلَا يُصَلِّيْ عَلَيَّ اَحَدٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِيْ بِاِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِيْهِ: هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰى عَلَيْكَ.

অর্থ: আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতাকে আমার কবরের দায়িত্বে ন্যস্ত করেছেন, যাকে তিনি সমস্ত মাখলুকাতের নাম জানিয়ে দিয়েছেন।

তো কেয়ামত অবধি যে ব্যক্তি আমার উপর দুরুদ পাঠ করবে, সেই ফেরেশতা ওই ব্যক্তির নাম তার পিতার নামসহ এই বলে আমার নিকট দুরুদ পৌঁছে দিবেন, "অমুকের সন্তান অমুক আপনার ওপর দুরুদ পাঠ করেছে"।[১২]
একটু ভেবে দেখুন! উম্মতের জন্য কতই-না আনন্দের বিষয় যে, তার পেশকৃত দুরুদের আলোচনা প্রিয় হাবিব সা.'র দরবারে করা হয়।

---

১০. মুসনাদে আহমদ-খ.২ পৃ. ১৮৭ রাবি আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা., মিশকাত-খ.১ পৃ.৮৭, মিরকাত-খ. ৩, পৃ. ১৮

১১. দিন ও রাত্রের আমল, তারগিব ও তারহিব-৩৮১

১২. বর্ণনা, বাযযার ও তাবরানি। তারগিব ও তারহিব-৩৮১

দুরুদ শরিফের যদি কোনো ফায়দা নাও থাকতো তবুও তার গুরুত্ব প্রকাশে এই একটি ফায়দাই যথেষ্ট ছিলো।

দুরুদ পাঠে নবীজির সান্নিধ্য লাভ

অধিক দুরুদ পাঠের দ্বারা বড় একটি ফায়দা হলো যে, এর ফলে আখেরাতে পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বিশেষ সান্নিধ্য লাভ হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً.

অর্থ: নিশ্চয় কেয়ামতের দিন ওই ব্যক্তিই আমার বেশি নিকটবর্তী হবে, যে (দুনিয়াতে) আমার উপর অধিকহারে দুরুদ পাঠ করেছে।[১৩]

অতএব, যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সান্নিধ্য ও নৈকট্যলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখে সে যেন অধিক পরিমাণে দুরুদ পাঠে যত্নবান হয়।

দুরুদ শরিফের মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি লাভ

হযরত উবাই ইবনে কাআব রা. বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে আরজ করলাম, আমি আপনার উপর অধিক দুরুদ পাঠ করি। এখন ওযিফা হিসেবে দুরুদের পরিমাণ কী নির্ধারণ করবো? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যা খুশি নির্ধারণ করে নাও।

তখন আমি বললাম, ওযিফার চারভাগের একভাগ কি দুরুদের জন্য বরাদ্দ করবো? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যা তোমার খুশি। যদি এর চেয়ে অধিক বরাদ্দ করো তবে তোমার জন্য আরো উত্তম হবে। এভাবে আমি কিছু কিছু করে পরিমাণ বাড়িয়ে আরজ করলাম, আমি কি সব ওযিফা ছেড়ে দিয়ে এখন শুধু দুরুদ শরিফ পড়বো? তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

اِذًا يَّكْفِيْ هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ.

---

১৩. তিরমিযি শরিফ-৪২০, তারগিব ও তারহিব-৩৮১